প্রাণের টান।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র।

প্রাণের টান

নাট্য-রঙ্গ।

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার (Moliere) মোলেয়ারের
"Le D'epit Amoureux" বা Lover's quarrels
নাটীকার ছায়া অবলম্বনে রচিত।

রচয়িতা
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র।

প্রকাশক
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।
৩১ নং ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩১৮ সাল।

মূল্য চারি আনা।

নাট্যরঙ্গোক্ত পাত্র পাত্রীগণ।

পাত্রগণ।

বিপ্রপ্রিয়	... ...	উজ্জয়িনীস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।
বিনায়ক	... ...	ঐ প্রতিবেশী বন্ধু।
দিবাকর	... ...	উজ্জয়িনীস্থ সম্ভ্রান্ত যুবক।
লম্বোদর	... ...	ঐ পরিচারক।
শশাঙ্ক	... ...	বিনায়কের পুত্র।
কৃশাঙ্গ	... ...	ঐ পরিচারক।
আচার্য্য	... ...	প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত।

পাত্রীগণ।

মোহিতা	... ...	বিপ্রপ্রিয়র কন্যা।
মোহন	... ...	ঐ কনিষ্ঠা কন্যা (পুত্রবৎ প্রচারিত)
বিকলা	... ...	মোহিতার পরিচারিকা।
প্রসাদিনী	... ...	মোহনের পরিচারিকা।

পুরমহিলাগণ।

প্রাণের টান।

প্রথম অঙ্ক।

—০:*:০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

উজ্জয়িনীস্থ সাধারণ উদ্যান।

(ধ্বজপতাকাবাহিনী পুরমহিলাগণ উপস্থিত)

(গীত)

চল কুলনারী, সারি সারি সারি,
পিরিতি সাগরে সোহাগে সাঁতরি ;
কূলে হ'তে কূলে ভাসিয়া যাই।
তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া, অঙ্গ দুলাইয়া,
রঙ্গিনী আমরা রঙ্গেতে রঙিয়া,
অনঙ্গের জয় গীতিকা গাই॥

প্রাণের টান।

এসেছে বসন্ত, এসেছে মলয়,
কুসুমের বাস, চারিদিকে বয় ;
ভ্রমর গুঞ্জন পিক কুহুস্বন,
নর্ত্তনে মধুর নুপূর নিক্কন,
আনন্দ বিহিন কেহই নাই।
রতি পতি হাসে, এই মধু মাসে,
যে যাহারে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে,
সে হাসে আবেশে তাহারে পাই ॥

(প্রস্থান)

(দিবাকর ও লম্বোদরের প্রবেশ)

লম্বো। অত সন্দেহ করবেন না প্রভু! আমার কথাটা শুনুন, মোহিতা ঠাকরুণ সত্যই আপনাকে ভালবাসে।

দিবা। মোহিতা আমায় যদি ভালবাসে, তাহলে শশাঙ্ক অত বুক ফুলিয়ে চ'লবে কেন? আমার দিকে চেয়ে মুচকে হাসবে কেন? মোহিতা অবশ্যই তাকে কিছু আশা না দিলে সে এতটা করতে পারতো না।

লম্বো। ঐ, ঐ আবার সেই কথা। শশাঙ্ক মহাশয় মনে করেছেন যে, আপনাকে ঐ রকমে রাগিয়ে দিয়ে, মোহিতা ঠাকরুণের উপর আপনার সন্দেহ করিয়ে দেওয়ান। দিইয়ে, ভেতরে ভেতরে নিজের কাজ উদ্ধার করবার চেষ্টা করবেন। আমার মাথা খেতে সেটা যে কেন বুঝতে পারছেন না, আমি সে জন্য বিরক্ত তো হ'চ্ছিই, আর আপনি মনিব না হলে দু'চারটে কড়া কড়া কথা শুনিয়েও দিতুম।

দিবা। তুই যাই বলিস্ লম্বোদর, আমার সন্দেহ কিছুতেই যাচ্ছেনা।

লম্বো। ও ছাই সন্দেহটা যাচ্ছেনা কেন, আমায় সেইটে বুঝিয়ে দিন দিকি।

দিবা। তুই যেমন মোটা, তোর বুদ্ধিও তেম্‌নি মোটা। ওরে বেটা হতভাগা! মোহিতা যদি শশাঙ্ককে কোন আশা ন দিত, তাহলে দেখ্‌তিস্, আমার দিকে শশাঙ্ক কেমন কঠোর চক্ষে চাইতো, আর আমার সঙ্গে কি রকম রূঢ় ভাবে কথা কইতো।

লম্বো। নাঃ, আপনাকে দেখছি পারা গেলনা। যদি রাগ না করেন একটা কথা বলি। মোহিতা ঠাকরুণের দাসী বিকলার সঙ্গে, আমারও যা হোক কেমন একটু চলেছে। কিন্তু শশাঙ্ক মহাশয়ের ভৃত্য কৃশাঙ্গ বেটা তার পেছু লেগে আছে। সত্যি কথা বলতে কি, প্রথম প্রথম আমারও একটু সন্দ হয়েছিল; কিন্তু যখন বিকলা বল্‌লে "আমি তোকে ভালবাসি!" আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "সত্যিতো?" সে বল্‌লে, "ওরে হতভাগা ভুঁড়ো সত্যি, খুব সত্যি।" তখনই অমনি সন্দটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বিদেয় ক'রে দিলুম।

দিবা। আমি যে তা পাচ্ছিনা লম্বোদর, তার কি?

লম্বো। তবে আলাতন হোন।

দিবা ঐ যে বিকলা আসছে।

(বিকলার প্রবেশ ও গমন)

লম্বো। বিকলা যে, যাওয়া হ'চ্ছে কোথা?

বিক। কেরে লম্বোদর নাকি, এখানে কি কচ্ছিস্?

লম্বো। কি আর করবো, এই তোরই কথা কইছি।

বিক। ওহো! এই যে দিবাকর মহাশয় এখানে আছেন। আমি যে অনেকক্ষণ ধোরে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

দিবা। (সাগ্রহে) আমাকে?

বিক। আজ্ঞে হ্যাঁ, নইলে আর কাকে? আমি এখানে ওখানে সেখানে খুঁজে খুঁজে প্রায় ক্রোশ খানেক পথ ঘুরে এসেছি।

লম্বো। আহা হা হা! ক্রোশ-খানেক-পথ-ঘুরে এসেছ? তবে তো বড় কষ্ট পেয়েছ? এখানে একটু বস, শ্রীচরণ দু'খানি কোলে ক'রে নিয়ে টিপে দি।

বিক। তুই থাম্‌তো মিন্‌ষে।

লম্বো। এই থাম্‌লুম।

দিবা। (সাগ্রহে) আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে কে তোমাকে পাঠিয়েছে?

বিক। যে পাঠিয়েছে সে আপনার জন্যে মরা। বুঝেছেন বোধ হয় যে, সে আমার মোহিতা ঠাকরুণ।

দিবা। বিকলা! তুমি যা বল্‌লে সত্য কি? অন্য কোন ভাব যদি থাকে তো আমার কাছে লুকিও না। সত্য বল, আমার প্রতি এ ভালবাসাটা তাঁর ভালবাসার ভান নয়তো?

বিক। ছি ছি! ওকি কথা বলছেন। তিনি যে আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন, তাকি আপনি বুঝতে পারেন নি? আপনি আর কি প্রমাণ চান?

লম্বো। উনি চান, শশাঙ্ক মহাশয় গিয়ে ঘরের কড়িকাটে একটা দড়ি টাঙ্গিয়ে নিজের গলায় দিয়ে ঝুলে পড়েন। আর না

হয়, তাঁর বাপের ইঁদারায় ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরেন। এই রকম একটা কিছু না হলে উনি স্থির হচ্ছেন না।

বিক। কেন?

লম্বো। ভারি সন্দিগ্ধ পুরুষ।

বিক। সন্দেহ তো সেই শশাঙ্ক মহাশয়ের জন্যে? হাঃ হাঃ হাঃ! আচ্ছা মানুষের ওপর আচ্ছা সন্দেহ। দিবাকর মহাশয়! আমরা জানতেম আপনি খুব বিবেচক। এখন দেখ্‌ছি, আমাদের সে ধারনাটা ভুল। লম্বোদর এ সন্দেহ করবার মূলে তুইও বোধ হয় আছিস্।

লম্বো। আমি? হা ভগবান! আমি? আমি এমনই বোকা যে এই রকম বাজে সন্দেহ করি! এই যে তুই, যার সঙ্গে যা করিস্ না কেন, আমি তাতে তোকে একটুও সন্দ করি না। আমি ঠিক বল্‌ছি তোকে ভালবাসি! আর আমার মত এই রসিক পুরুষকে না ভালবেসে, তুই আর কাকেও যে ভাল-বাস্‌বি না, তাও ঠিক জানি।

বিক। এই! এই হলো পাকা কথা। সন্দেহ হলেও সে কথা প্রকাশ ক'র্ত্তে নেই। প্রকাশ হ'লে নিজের ক্ষেতি, আর যার ওপর সন্দেহ, তার সুবিধে কোরে দেওয়া। সন্দেহ কোরে বকাবকি করলে হয় কি জানিস্? ঐ যার ওপর সন্দেহ তার দিকেই মনটা পড়ে। ভালবাসায় সন্দেহ করাটা বোকামীর কাজ, আর তার শেষটা কান্নাকাটী। বুঝলেন দিবাকর মহাশয়! এ কথাটা আপনাকেই বল্‌লুম।

দিবা। বুঝেছি। ও কথায় আর কাজ নেই, এখন কি বলতে এসেছিলে বল?

বিক। না বলাই উচিত ছিল, কিন্তু তা পারলুম না। এখন এই চিঠিখানা নিন্, নিয়ে—পড়ে—সন্দেহের হাত থেকে এড়িয়ে যান। (পত্র প্রদান) চেঁচিয়েই পড়ুন না, এখানে শোনবার কেউ নেই।

দিবা। (পত্র পাঠ) "তুমি বলিয়াছিলে, আমাকে পত্নী রূপে পাইবার জন্য, কোন কার্য্যে পশ্চাৎপদ হইবে না। অদ্য আমার পিতার সম্মতি গ্রহণ করিতে পারিলে, সে কার্য্যের বিশেষ সুবিধা হয়। আমি যে তোমায় আত্ম সমর্পণ করিতে প্রস্তুত, আমি প্রাণ খুলিয়া বলিতেছি সে কথা তাঁহাকে জানাইও। সম্মতি পাইলে, জানিও, জীবনে মরণে আমি তোমারই।" বিকলা! কি সংবাদ দিলে? এ সংবাদ শুনে আমার হৃদয়ে যে সুধা স্রোত প্রবাহিত হতে লাগ্‌লো।

লম্বো। ওগো মশাই! আমি আগেই এ কথা বলেছিলুম। আমার কথায় বিশ্বাস করলেন না। আমি কি ক'র্ব্বো, অদৃষ্ট আমার! কিন্তু আমি যেটা ভেবে ঠিক করি, সেটা আমার কখনো ভুল হয় না। এ আমার জাঁকই বলুন, আর যাই বলুন।

দিবা। (পুনরায় পত্র পাঠ) "আমি যে তোমায় আত্ম সমর্পণ করিতে প্রস্তুত, আমি প্রাণ খুলিয়া বলিতেছি সে কথা তাঁহাকে জানাইও। সম্মতি পাইলে, জানিও, জীবনে মরণে আমি তোমারই।" আঃ! কি সুখ! কি আনন্দ!

বিক। কিন্তু মশাই, আমি এখনি গিয়ে, যদি আমাদের মোহিতা ঠাকরুণকে আপনার সন্দেহের কথা বলি, তাহলে কি হয়?

দিবা। না, না বিকলা! এ সব কথা বোলো না।

বিক। না,তা বলতে যাচ্ছি না। তবে কি না—সে দিনের সেই—

দিবা। ওঃ বুঝিছি। তোমাকে একটা অঙ্গুরীয় পারিতোষিক দেব বলেছিলুম।

বিক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

লম্বো। শালি নিজের কাজ ছাড়ে না।

দিবা। আমিই সে কথা বিস্মৃত হয়েছিলুম। বিকলা আমার এই অঙ্গুরীয়টী নাও!

বিক। না। অত দরের আংটী আমি কি করে পরবো মশাই!

লম্বো। আহা-হা! (ব্যঙ্গভাবে) অ-ত-দ-রে-র আংটী আমি কি কোরে পরবো মশাই! (দিবাকরের প্রতি) প্রভু! ওটা থাক। আমায় দশটা টাকা দিন্; আমি একটা শীল আংটী কিনে দি।

দিবা। ছি ছি লম্বোদর! ওকি কথা বলছো! বিকলা, এই অঙ্গুরীয়টী তুমি নাও। (প্রদান) এখন আমার কর্ত্তব্য কি?

বিক। কর্ত্তার সম্মতি নিন গে।

দিবা। যদি তিনি সম্মত না হন।

বিক। যদি না হন্? দিবাকর মশাই! আমি প্রতিজ্ঞে করেছি, যেমন কোরে হোক মোহিতা সুন্দরীকে, আপনার হওয়া-বোই হওয়াবো। কেবল এক কথা, আপনি চেষ্টার কসুর করবেন না।

দিবা। আচ্ছা, এখন তবে এস! অদৃষ্টে কি আছে তা আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই জানতে পারবো।

(পত্রপাঠ করিতে করিতে অন্তরালে গমন)

বিক। হতভাগা ভুঁড়ো! একটু এদিকে সরে আয়। তোর

মনীব ওঁর প্রেমের পত্রখানা খুব কোসে পড়ুন, আমরা এর মধ্যে আমাদের দুটো প্রেমের কথা কয়ে নিই আয়।

লম্বো। আজ্ঞে—বোঁচা-নাকি কুঁচ-নয়নী প্রাণ, আমি তো হাজির আছি। কি হুকুম করেন?

বিক। আমাদের ভালবাসার কি হবে তাই বল্‌তো মিন্‌ষে।

লম্বো। আমি ছেলে মানুষ, আমি ভালবাসার কি জানি চাঁদ! তুই যা হুকুম কর্ব্বি তাই করবো।

(উভয়ের গীত)

লম্বো। আমি শিক্ষানবিশ হ'য়েছি হালে।
শিখছি সবে ক খ গ ঘ প্রেমের পাঠশালে॥

বিক। তোর গুরু মশাইটা কে,

লম্বো। আমার দাগা দেগেছে যে;

বিক। বল্‌না ভুঁড়ো, বুঝেসুঝে নিই, কেমন মশাই সে;

লম্বো। আহা বড্ড ভাল রে,
খুব আস্তে আস্তে হাসতে হাসতে শেখায় বিদ্যে সে;

বিক। তবু বলবিনি সে কে;

লম্বো। ওলো তোরই মতন সে,

বিক। বটে? তবেই হয়েছে,

লম্বো। ওকি? ও কি কথা রে?

বিক। আমি আস্তে আস্তে হাসতে হাসতে
ফেল্‌বো না জালে।
আমি ভালও বাসবো ঠোনাও মারবো
পোড়োর দুই গালে॥

লম্বো। তা মারিস্! আমরা যে দরের লোক, তাতে ভাল-বাসা থাকলেই হলো। তোকে আমি যে কোর্ত্তে চাই, তুই রাজী?

বিক। খুব রাজী!

লম্বো। আমার এই ভুঁড়িতে হাত দিয়ে দিব্যি কর্, ঐ শালা কৃশাঙ্গের ফোঁস্‌লানোতে ভুলবি নি?

বিক। সেটা কি আবার একটা মানুষ রে! ছিঃ!

লম্বো। তবে আমার গোবরের পদ্ম ফুল, কথাটা ঠিক রইলো?

বিক। হ্যাঁ, আমার প্রাণের কুম্ভকর্ণ, রইলো।

লম্বো। তবে আমার কান্‌টা-ভাঙ্গা কালো-মানিক, এখন যেতে পার।

বিক। সুধু যাব! তোর কানটা মোলে দিয়ে যাই।

(কর্ণ মর্দ্দন ও দ্রুত প্রস্থান)

(দিবাকরের অন্তরাল হইতে আগমন)

লম্বো। দয়াময়! আমার আর বিকলার এক রকম ঠিক ঠাক্। এখন আপনার পালা। তা মোহিতা সুন্দরীর বাপ যে রকম ভাল লোক, তাতে আপনি বল্‌লে তিনি অস্বীকার কর-বেন না।

দিবা। ওরে শশাঙ্ক এদিকে আসছে।

লম্বো। আহা! বেচারাকে দেখলে দুঃখ হয়। বড় আশায় ছাই পড়লো।

(শশাঙ্কের প্রবেশ)

দিবা। কে, শশাঙ্ক না?

শশা। ওঁকে, দিবাকর না?

দিবা। তাতো দেখতেই পাচ্ছ! তোমার প্রেমের ব্যাপার কতদূর এগুলো?

শশা। আর তোমার?

দিবা। আমিতো ঢের এগিয়ে এসেছি।

শশা। আমারও তাই, বরঞ্চ বেশি।

দিবা। মোহিতা সম্বন্ধে তো?

শশা। তা নয় তো আর কার?

দিবা। তোমার সাধনাটা খুব কিন্তু ভাই।

শশা। তোমার ধৈর্য্যটাও খুব কিন্তু ভাই।

দিবা। আমি যতটা বুঝি,তাতে দুটো মিষ্ট চাহনির জন্য, সাধনায় সিদ্ধ হবার চেষ্টাটা বৃথা বলেই বোধ হয়। আমার মতে এই ভালবাসার প্রতিদান চাই, কথায়, কার্য্যে, সুধু চাহনিতে নয়।

শশা। তা ঠিক্। আমারও তাই মত।

দিবা। কিন্তু মোহিতার কাছে আমি প্রেমের প্রতিদান পেয়েছি।

শশা। আমিও যে না পেয়েছি, তা নয়।

দিবা। আমার কাছে যে প্রমাণ আছে, তা দেখলে তুমি বুঝতে পারবে। না, সে কথা বোলে তোমায় আর কষ্ট দেব না।

শশা। আমিও এমন একটা কথা তোমায় বল্‌তে পারি, যা শুনলে তুমি কষ্ট পাবে।

দিবা। অনিচ্ছা সত্বেও তোমার এই ভুল শোধরাবার জন্য এই চিঠিখানা পড়তে দিলুম। পড়। (পত্র প্রদান)

শশা। (পত্র পাঠ করিয়া) বেশ মিষ্ট কথা বটে। হাঃ হাঃ হাঃ। (হাস্য)

দিবা। কার হস্তাক্ষর দেখছো ?

শশা। খুব দেখছি, মোহিতা সুন্দরীর ! হাঃ হাঃ হাঃ ! (হাস্য)

দিবা। হাসছো যে ? এখন মোহিতা সুন্দরী কার হবে, তা বুঝতে পারলে তো ?

শশা। কার হবে ? হাঃ হাঃ হাঃ ! কার হবে ? হাঃ হাঃ হাঃ !

(হাস্য করিতে করিতে প্রস্থান)

লম্বো। মানুষটা পাগল হলো নাকি ? এত হাসি কেন ?

দিবা। তাইতো লম্বোদর ! আমি তো কিছুই বুঝতে পারলুম না। এর মধ্যে অবশ্য কিছু রহস্য আছে।

লম্বো। ঐ যে কৃশাঙ্গটা আস্‌ছে !

দিবা। বেশ হয়েছে। দেখ্‌ দেখি ওর কাছে কোন খবর পাওয়া যায় কি না ? আমি অন্তরালে রইলুম। (অন্তরালে গমন)

(কৃশাঙ্গের প্রবেশ)

লম্বো। আরে ভায়া যে ? ভারি হাসি মুখ, ব্যাপার কি ?

কৃশা। ব্যাপার আবার কি ? বিকলাকে তুমি আত্মসাৎ কোরেছ বোলে, আমাকে হাসতেও বারন কর নাকি ?

লম্বো। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আর বিকলা ! ভাইরে ! বিকলা এখন তোমার জন্যে মরেছে।

কৃশা। হ্যাঁ, ও আবার একটা কথা।

লম্বো। বিশ্বাস কর আর নাই কর, কিন্তু এই মাত্র সে এসেছিল। যে রকম নাক তুলে বা বল্‌লে, তা আর তোমায় কি বল্‌বো ভাই।

কৃশা। কি বল্‌লে ? কি বল্‌লে ?

লম্বো। বল্‌লে, যা যা ভুঁড়ো মিন্‌ষে, তোকে নিয়ে আমার কি হবে। তোর চেয়ে আমার কৃশাঙ্গ ঢের ভাল।

কৃশা। তাই বল্‌লে! তা এখন বলবে তো?

লম্বো। কেন বললে ভাই? এই দুদিন আগে পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে কত রঙ্গ রস কোরে গেছে।

কৃশা। দু'দিন আগে? ঠিক হয়েছে? সে কাজও হয়েছে, শালীও ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

লম্বো। ও কি বলছো ভাই? দুদিন আগে কি হয়েছে?

কৃশা। গান্ধর্ব্ব বে জানতো? পরশু রাত্রে মন্দিরের ভেতর অন্ধকারে মোহিতা সুন্দরীর সঙ্গে আমার মনীবের গান্ধর্ব্বে বে হোয়ে গেছে। সেই জন্যে শালী তোমায় ছেড়ে আমার কাছে ঘুনিয়ে এসেছে। আমিও একটা গান্ধর্ব্ব মান্ধর্ব্ব যে মতে হোক শালীকে বে কোরে ফেলবো। এ বিক্রমাদিত্যির রাজত্বিতে সব মতেই বে হয়। হয় আজ নয় কাল, এ কার্য্যটা কোরে ফেলবো। কিছু মনে করিস্‌নি ভাই!

লম্বো। (যষ্টি উত্তোলন করিয়া) ওরে শালা! মনে করবো না? তোমার মাথা আর আমার লাঠি।

(প্রহারোদ্যোগ ও বেগে কৃশাঙ্গের পলায়ন)

(অন্তরাল হইতে দিবাকরের আগমন)

দিবা। লম্বোদর! আমি সব শুনিছি, কথাটা ঠিক। এ পত্র খানা ছল্ মাত্র।

(বিকলার প্রবেশ)

বিক। আমার প্রভু কন্যা আজ সন্ধ্যার সময় আপনার জন্য উদ্যানে অপেক্ষা কর্ব্বেন।

দিবা। অবিশ্বাসী রমণীর নির্লজ্জা পরিচারিকা! আমার সম্মুখ হতে দূর হ। তোর দুঃশীলা প্রভু কন্যাকে বলিস্, আর সে যেন আমায় বিরক্ত না করে। এই দেখ্—তার প্রেরিত পত্রের অবস্থা এই দেখ্। (পত্র ছিন্ন করন)

বিক। লম্বোদর! একি?

লম্বো। থাম্ থাম্। আমার সঙ্গে আবার কথা কইতে সাহস কচ্ছিস্? তোর মনিবনীকে বল্‌গে যা, আমার প্রভু বানর নন্। আর তুই ও জেনে যা আমি গাধা নই। যা সরে পড়্। তাঁতে আর তোতে মরগে যা।

(লম্বোদর ও দিবাকরের প্রস্থান)

বিক। (স্বগতঃ) এ কি হলো? এরা পাগল হলো নাকি? এ রকম করলে কেন? তাইতো, এ সব কথা শুনে তিনি কি মনে করবেন? (প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—ঃ০ঃ—

বিপ্রপ্রিয়র বাটীর একপার্শ্ব।

(গান করিতে করিতে মোহনের প্রবেশ।)

(গীত)

বড় আশা কোরে প্রাণ দিয়েছি ধোরে।
দেখি ভালবাসে কি না বাসে সে মোরে॥
সে দেবতা নাহি তুল,
আমি পথে-পড়া ফুল;
সাহসে সঁপেছি স্বধু প্রেমেরি ঘোরে।
ঠাঁই কি দিবে না পায় করুণা কোরে—
মোরে করুণা কোরে॥

(প্রসাদিনীর প্রবেশ।)

মোহ। প্রসাদিনী! তুই আমার ওপর রাগ করিস্‌নি ভাই! আমাকে কেন যে এই এতদিন এই বেটাছেলের বেশে থাকতে হয়েছে, সেই রহস্যটা তুই জেনেও আমাকে বলিসনি, সেই জন্য আমার বড় দুঃখ হয়েছিল; তাই তোকে দুটো কথা বলেছিলুম। রাগ করিসনি ভাই! তুই যা জানিস্ আমাকে খুলে বল্।

প্রসা। তাই বলবো বলেই তো তোমার সঙ্গে এতদিন রয়েছি। আমার মা আমায় যে কথা ব'লে গিয়েছিলেন, এখন সেই কথা তোমাকে বলি শোন। কর্ত্তা মহাশয়ের মেয়ে মোহিতা যখন জন্মালো, তার দিন কয়েক পরে, কর্ত্তা মহাশয়ের এক খুব সম্পত্তিশালী পিস্‌তুতো ভাই বিদেশে মারা যান। দুই ভায়ে বিশেষ ভালবাসা ছিল। মৃত্যুকালে সেই পিস্‌তুতো ভাই লিখে যান, যদি কর্ত্তা মহাশয়ের পুত্র জন্মায়, সেই পুত্র তাঁর সেই সোপার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে, অন্যথায় তাঁর ন্যায্য উত্তরাধিকারী যে থাকে সেই পাবে। দুই বৎসর পরে তুমি জন্মালে। আমার মা ধাত্রী ছিলেন! কর্ত্তা মহাশয় তখন বিদেশে। তাঁর পিস্‌তুতো ভায়ের সেই সম্পত্তি লাভের জন্য আমার মায়ের পরামর্শে, মা ঠাকরুণ প্রকাশ কল্লেন পুত্র জন্মেছে। তুমি পুত্র ভাবেই রইলে। কর্ত্তা মশাই এসে সমস্ত কথা শুনতে পেলেন, শুনতে পেয়ে তিনি আর কোন উচ্চ বাচ্চ কল্লেন না। কর্ত্তা মশাই, কর্ত্রী ঠাকরুণ আর আমার মা ব্যতীত আর কেউ এ ব্যাপার জানলে না।

মোহ। সব বুঝলুম। লুকোচুরিতো বেস চল্‌ছে। কিন্তু আমি যে প্রেমের দায়ে এতদিনের এই লুকোচুরি ব্যাপার নষ্ট ক'র্ত্তে বসেছি। আর লুকোচুরি চালান যে বিষম দায় হবে।

প্রসা। মজিয়েছ। প্রেমে পড়েছো? কার প্রেমে?

মোহি। শশাঙ্কের।

প্রসা। শশাঙ্কের? বেশ ক'রেছো। ভগবানের খেলা। (স্বগতঃ) প্রভুর প্রেমে উনি পড়্‌লেন, ভৃত্যের প্রেমে

আমি পড়েছি। কৃশাঙ্গটাকে না দেখলে আমার যেন প্রাণটা কেমন করে।

মোহ। কেন ভাই ও কথা বল্‌লি ?

প্রসা। তোমাকে এই ছেলের সাজে সাজিয়ে না রাখতে পাল্লে, ঐ সম্পত্তি যে ঐ শশাঙ্ক মশায়েরই। সেই যে কর্ত্তা মহাশয়ের পিসতুতো ভেয়ের যথার্থ উত্তরাধিকারী।

মোহ। বটে ? ভাই! তা'হলে আরও একটা কথা বলি। আমি তাঁর বিবাহিতা পত্নী।

প্রসা। পত্নী কি ?

মোহ। সত্যি বল্লছি আমি তাঁর বিবাহিতা পত্নী। কিন্তু এর ভেতর একটু কথা আছে। আমি যে মোহন, তা সে জানেনা।

প্রসা। তুমি আমায় গোলক ধাঁধায় ফেলেছ, আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা।

মোহ। বলি শোন! শশাঙ্ক মোহিতাকে ভালবেসেছিল। মোহিতা কিন্তু তার সেই ভালবাসাকে অগ্রাহ্য কর্ত্তো। আমার তা সইতো না। আমি দেখলেম সে যথার্থ ভাল বাসার পাত্র, তাকে ভালবাসলেম। তারপর বিবাহ! তবে এই গুপ্ত বিবাহে একটু কৌশল অবলম্বন ক'রেছিলুম। একদিন শশাঙ্ককে জানালেম, যে, মোহিতা তার প্রতি অনুরক্তা, সে তাকে বিবাহ ক'র্ত্তে চায়; কিন্তু গুপ্তভাবে, গান্ধর্ব্ব মতে। স্বীকার হলো। অন্ধকার রাত্রে দেব মন্দিরে গিয়ে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে। সে জানলে মোহিতা তার ধর্ম্মপত্নী। আমি জান্‌লুম ধর্ম্মতঃ শশাঙ্ক আমার স্বামী!

প্রসা। বাহবা মোহন! তোমার পেটে যে এত বিদ্যে তাতো

আমি জানতে পারিনি। ওই যে কর্ত্তাটী তোমার আসছেন।

(শশাঙ্কের প্রবেশ।)

শশা। আপনারা নির্জ্জনে কথা বার্ত্তা কচ্ছেন, আমার এখানে আসা বোধ হয় অন্যায় হয়েছে।

প্রসা। অন্যায় হবে কেন? বেস হয়েছে। আমরা আপনার কথাই কচ্ছিলুম।

শশা। আমার কথা কি রকম?

মোহ। কথাটা এমন কিছু নয়! আমি বল্‌ছিলুম, আমি যদি মেয়ে মানুষ হতুম, তাহলে তোমাকে আমি খুব ভালবাসতে পাত্তুম, তুমিও আমাকে খুব ভালবাসতে পার্ত্তে।

শশা। সে কথা ঠিক। এখন আর একজন আমাকে যাতে সত্য ভালবাসে, সে কার্য্যটা তুমি তো ক'র্ত্তে পার!

মোহ। পারি, ইচ্ছা সত্ত্বে নয়। ধর, আমি যেন মেয়ে মানুষ হ'য়েই তোমাকে বল্‌ছি, আমি তোমাকে ভালবাসি; অথচ আর একটা মেয়ে মানুষকে তোমায় ভালবাসাবার জন্যে আমার চেষ্টা করা কি সম্ভব হয়! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমায় যেরূপ ভালবাস, আমি যদি মেয়ে মানুষ হতুম, তাহলে আর কোন মেয়ে মানুষকে আমার চেয়ে কি ালবাসতে?

শশা। তোমার প্রশ্ন রহস্য জড়িত! সে যাই হোক, তোমায় একটা বিশেষ কথা বলবো বোলে তোমার কাছে যাচ্ছিলুম।

মোহ। আমারও একটা বিশেষ কথা তোমায় বল্‌বার ছিল।

সে কথাটা বল্‌লে, আর তার উত্তর পেলে আমি বুঝতে পারব, তুমি আমায় যথার্থ ভালবাস কি না।

শশা। বটে? মোহন, সে কথাটা কি ভাই?

মোহ। আমি ভাই একজকে ভালবেসেছি, কিন্তু ভয়ে সে কথা প্রকাশ কর্ত্তে পাচ্ছি না; কিন্তু যাকে ভালবেসেছি তুমি ইচ্ছা ক'ল্লে তাকে আমার ক'রে দিতে পার।

শশা। কথাটা বুঝলুম না, তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, আমার দ্বারা তোমার যদি কোন উপকার হয়, কর্ত্তে প্রস্তুত আছি। কাকে ভালবেসেছ প্রকাশ ক'রে বল।

মোহ। এখন বলবো না, কিন্তু সে তোমার মত, তোমার খুব আপনার।

শশা। কে আমার? আমার ভগ্নী নাকি?

মোহ। সে কথা এখন বলবো না। তুমি কি কার্য্যের জন্য অনুরোধ কোর্ত্তে এসেছ, সে কথা তুমি না বল্‌লে, আমিও বল্‌বো না।

শশা। তা যদি হয়, তাহলে ভাই আমি যার জন্যে যে কার্য্যের অনুরোধ কোর্ত্তে এসেছি, তাকে একবার পাকা কোরে না বুঝে, তোমায় আর কিছু বলবো না।

মোহ। বেস কথা! দেখি কে কার কার্য্য ভাল রকমে কোর্ত্তে পারে!

শশা। তবে এখন বিদায়।

(প্রস্থান)

প্রসা। হাঃ হাঃ হাঃ! অন্ধকারে বিয়ে করা! মোহিতা সুন্দরী যাতে ওঁকে খুব ভালবাসে, তারির সুবিধার জন্য,

তার ভাই তুমি, তোমার সাহায্য নিতে এসেছিলেন। হাঃ হাঃ হাঃ! (হাস্য)

(মোহিতা ও বিকলার প্রবেশ)

মোহি। তোর কোন কথা শুনবো না। মেয়ে মানুষের প্রতি-হিংসা কি রকমের, তা আমি দিবাকরকে বোঝাব। মোহন, ভাই, বিস্মিত হয়ো না। আমি শশীঙ্ককে আত্ম সমর্পণ করবো।

মোহ। সে কি কথা বোন্! যাকে তুমি একদিন পায়ে ঠেলেছ; যিনি আর এক জনকে মন প্রাণ সমর্পণ করেছেন, এখন তাঁকে আত্ম সমর্পণ চেষ্টা কুলকামিনীর পক্ষে লজ্জাস্কর হবে না কি? মোহিতা! বোন! আমি তোমার হাতে ধরে বল্‌ছি, এ বাসনা ত্যাগ কর! তুমি যে কার্য্য কোর্ত্তে যাচ্ছ, তাতে একটী প্রেমিকার সর্ব্বনাশ হবে। মোহিতা, ভগ্নী, দিবাকরকে কেন তুমি—

মোহি। সে নিষ্ঠুরের নাম করো না মোহন। তুমি না কর, আমার কার্য্য আমি কর্ব্বো।

মোহ। তোমার ক'র্ত্তে হবে না আমিই ক'র্ব্বো। কিন্তু মনে রেখো এ কার্য্য হলে আমি বড় মন কষ্ট পাব।

(মোহন ও প্রসাদিনীর প্রস্থান)

বিক। কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছেনা।

মোহি। তুই থাম্। সে যা করেছে, তাতে আমার বুকে শেল বিঁধে গেছে। এখন এসে যদি এই খানে গড়িয়ে পড়ে, তা হলে আমি তো গ্রাহ্যই করবো না—আর তুই যদি তার হোয়ে কোন কথা বলিস্‌তো, তোরও মুখ দেখবো না।

যে দাগা আমি পেয়েছি, সে দাগা তুইওতো পেতে পারিস্ বিকলা!

বিক। ঠিক কথা! আমার ভুঁড়ো হতভাগাও তো ঐ রকম কোর্ত্তে পারে? এবার একবার এলে হয়!

(বিপ্রপ্রিয়র প্রবেশ)

বিপ্র। মোহিতা! আচার্য্যকে পাঠিয়ে দাওগেতো মা! মোহনের শিক্ষক তিনি! মোহন আজ কাল এত ম্রিয়মান কেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্ব্বো। (মোহিতা ও বিকলার প্রস্থান।)

বিপ্র। (স্বগতঃ) ভাল জ্বালায় পড়েছি। কিছু সম্পত্তির লোভে পড়ে,দিবারাত্র দুশ্চিন্তার জ্বালায় অস্থির হ'চ্ছি। ভায়া আমার অত সম্পত্তি না রেখে গেলে তো এ যাতনা ভোগ কর্ত্তে হতো না! সেই ছাই সম্পত্তির লোভে, দিবারাত্র যেন একটা আগুণের বোঝা মাথায় নিয়ে বেড়াচ্ছি। মেয়ে-টাকে ছেলে সাজিয়ে—ছি ছি ছি একি মানুষের কাজ! যদি তারা টের পায়, তাহলে এই উঁচুমাথা থাকবে কোথায়!

(আচার্য্যের প্রবেশ)

আচা। (হস্ত-স্থিত একখণ্ড প্রস্তর ফলক লইয়া) আহা হা! কি সুমধুর! মদ্রদেশের তৎকালীন ভাষায় লিখিত কবিতার মধ্যে কি এক বীণা-বিনিন্দিত সুর বাজিত, তাহা এই তদ্দে-শস্থ মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত প্রস্তর ফলকে বুঝা যাইতেছে। বহু কষ্টে, বহু গবেশনায়, এই পাঠ উদ্ধার করিতেছি!

বিপ্র। আচার্য্য মহাশয়—

আচা। আহা হা! কি সুমধুর শব্দ বিন্যাস। "আণ্ডু মাণ্ডু কবাণ্ডু, টাণ্ডু মাণ্ডু পলাণ্ডু" আহা হা! এ মিষ্টতার কাছে

কোথায় আমার কালীদাস ঠাকুর, আর কোথায় আমার ভবভূতি মহাশয়!

বিপ্র। ওগো ঠাকুর! তোমার আণ্ডু মাণ্ডু রাখ। একটা কাজের জন্য তোমায় আমি ডেকেছি, শোন।

আচা। কি বলবে বলে যাও! আমি কাণে শুনি, আর এদিকে পাঠ উদ্ধার করি "ক্রিয়ণ্ডু কুট ত্রিয়ণ্ডু" এটা কি? "ভ্রিকণ্ডু ফুট শ্রীকণ্ডু" আহা হা! কি মধুর! কি মধুর! আহা হা! কি মধুর! কি মধুর!

বিপ্র। আহা ঠাকুর, আমার কথাটাই শুনুন না।

আচা। কি কথা? (প্রস্তর ফলকের প্রতি দৃষ্টি)

বিপ্র। আমার মোহনের সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে।

আচা। আহা হা! ঠিক এইরূপ ঘটনা "ভাণ্ডু পাণ্ডু-আণ্ডুয়া" "লাণ্ডু ফাণ্ডু ঝাণ্ডুয়া" আহা হা, রাজপুত্রের সম্বন্ধে কি মিষ্ট কথাই লিখেছে কবি।

বিপ্র। আঃ ঠাকুর, তোমার ও কবিকে এখন রেখে দাও, আমার মোহনের সম্বন্ধে কথা শোন।

আচা। মোহন আমার উত্তম ছাত্রী। পূর্ব্বতন শিলালিপী প্রভৃতি পাঠের উপযুক্ত শিক্ষা তাহাকে আমি দিব। আহা হা, বিপ্রপ্রিয় মহাশয়! কি সুন্দর! কি সুন্দর! "বণ্ডু, মণ্ডু ছণ্ডু কণ্ডু" "দণ্ডু তণ্ডু অণ্ডু" এমন সুন্দর কবিতা এক্ষণে প্রায় দৃষ্টি গোচর হয় না—

বিপ্র। ভাল জ্বালায় পড়লুম তো! যাও ঠাকুর, যাও, তোমার ব্রাহ্মণীর কাছে আণ্ডু মাণ্ডু করগে।

আচা। আহা হা, ক্রুদ্ধ হবেন না। এই যে পাঠ উদ্ধার কল্লেম, এর ব্যাখ্যাটা শ্রবণ করুন। "আণ্ডু মাণ্ডু কবাণ্ডু" আর "টাণ্ডু মাণ্ডু পলাণ্ডু" আহা হা! এর অর্থ হচ্চে এই! আণ্ডু অর্থে বুঝ্‌লেন কিনা—আণ্ডু অর্থে হচ্চে কি—

বিপ্র। তোমার অর্থ টর্থ বুঝিনা ঠাকুর! আমার মন ভাল নেই! তোমার আণ্ডু নিয়ে তুমি সরে পড়। নইলে আমার এই দণ্ডু গাণ্ডুটা দেখছতো? তোমার মেরুদণ্ডে এরি ঘায়ে এখনি "আকুণ্ড কুণ্ড বাদিয়ে দেবো (যষ্টি উত্তোলন)

আচা। বলি ওকি! তুমি প্রহার কর্ব্বে না কি? ওরে বাবা রে, "স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনম্।" (বেগে পলায়ন)

বিপ্র। এরা মূর্খ, না আমরা মূর্খ দশে তা বিচার করুন।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

(বিপ্রপ্রিয়র বাটীর সম্মুখ)

(প্রজ্জলিত দীপাবলী ও পুষ্পমাল্য হস্তে পুরমহিলাগণের প্রবেশ)

গীত।

সাজাব মদন মন্দির মোরা, এ বসন্তে আজি হরষে।
একান্তে বসিয়া ভাবিয়াছি যারে, সে কান্ত আসিবে সরসে॥

হৃদয়-প্রদীপ নিভিয়া আছিল,
প্রেমের উজল আলোক না ছিল;
এ দীপের মত আজি কে জ্বলিল, হরষে লো নব বরসে।
প্রাণ ঢালি দিব আপনা ভুলিব, শিহরির তার পরশে॥

(প্রস্থান)

(কৃশাঙ্গের প্রবেশ)

কৃশা। (স্বগতঃ) গরিবের ছেলে, এসেছি চাকরি কর্ত্তে; মনিব ছোঁড়ার বাঁদরামীর জন্যে, শেষ কালে মারা যাব কেন বাবা! তাই বুঝে সুঝে বিনায়ক মশায়ের কাছে সব খুলে বলেছি। ছোঁড়া রাগবে! কিন্তু দুই বুড়োকে দিয়ে যদি একটা মিটমাট করাতে পারি, তাহলে আমার শশাঙ্ক ঠাকুরের বেতের ঘায় পিঠের চামড়াও ছিঁড়বেনা, আর দরদরিয়ে রক্তও পড়বেনা। যা থাকে অদৃষ্টে এখন বিনায়ক মহাশয়ের হুকুম তো তামিল করি। মশাই গো! বাড়ী আছেন কি? (বিপ্রপ্রিয়র দ্বারে আঘাত)

বিপ্র। (বাটী মধ্য হইতে) কেও?

কৃশা। আজ্ঞে মশাই দরজা খুললেই দেখতে পাবেন, কে।

বিপ্র। (দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া) কে রে কৃশাঙ্গ? কিছু দরকার আছে নাকি?

কৃশা। আজ্ঞে আপনাকে নমস্কার কর্ত্তে এসেছি।

বিপ্র। বটে? তা বেস্ বেস্। তা এত কষ্ট করে না এলেও হতো। আমি তোর নমস্কার গ্রহণ কল্লুম।

(দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ)

কৃশা। (পুনরায় দ্বারে আঘাত করিতে করিতে) ও মশাই?
দরজা বন্ধ কল্লেন যে?

বিপ্র। (দ্বার খুলিয়া বাহিরে আগমন) আবার কিরে?

কৃশা। আমার যে কিছু কথা ছিল তা তো আপনি শুনলেন না।

বিপ্র। তোর আবার কথা কি? তুই তো বল্লি, নমস্কার কর্ত্তে
এসেছিলি!

কৃশা। আজ্ঞে হ্যাঁ তাই।

বিপ্র। তবে আর কি, যা! (দ্বারবন্ধের উপক্রম)

কৃশা। আজ্ঞে আর একটু কথা আছে। আমার মনিবের বাপ
আপনাকে নমস্কার দিয়ে পাঠিয়েছেন।

বিপ্র। বেস্ বেস্। আমার প্রতি-নমস্কার দিস্ (দ্বারবন্ধ করন)

কৃশা। আ মলো। এ বুড়ো কে গো! (পুনরায় দ্বারে করাঘাত)
ও মশাই! আমার আরও কথা আছে।

বিপ্র। (দ্বার খুলিয়া বাহিবে আগমন) আবার কথা কি? তুই
যে বড় উত্যক্ত কচ্চিস দেখছি।

কৃশা। আপনার সঙ্গে তাঁর কিছু বিশেষ কথা আছে।

বিপ্র। বেস। আমাদের দেখা হলে সে কথা হবে। (দ্বার-
বন্ধ করিবার উপক্রম)

কৃশা। আহা হা! দুয়ার বন্ধ কচ্চেন কেন? আর একটা কথা
আছে শুনুন না। একটা বিশেষ কি ব্যাপারের কথা,
যা তিনি কিছু আগে শুনতে পেয়েছেন; সেই কথা
আপনাকে বলবার জন্য এখনি আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে
চান্। বাস্! (কৃশাঙ্গের প্রস্থান)

বিপ্র। (স্বগতঃ) কি বিশেষ কথা? বোধ হয় কেউ তাকে

জানিয়ে দিয়েছে। মিথ্যেটা কি বেশী দিন চাপা থাকে? এই পোনের বৎসর ধ'রে মনে মনে কেবল মাথাচ্ছি। ভায়ার উত্তরাধিকারী ওরাইতো, ফাঁকি দিয়ে সেটা আত্মসাৎ করবার চেষ্টা ভাল হয় নি। বেনো জল ঘরে ঢোকাবার চেষ্টা ক'রে ছিলুম, এখন ঘোরো জল পর্য্যন্ত না বেরিয়ে যায়।

(বিনায়কের প্রবেশ)

বিনা। (বিপ্রপ্রিয়কে না দেখিয়া স্বগতঃ) ছেলে বেটা সর্ব্বনাশ করেছে। কাউকে না জানিয়ে বিবাহ করাটা যে কি সর্ব্বনেশে ব্যাপার—ওই যে বিপ্রপ্রিয় একলা রোয়েছে দেখ্ছি।

বিপ্র। (স্বগতঃ) ঐ যে বিনায়ক ভায়া!

বিনা। (স্বগতঃ) কথাটা কেমন ক'রে পাড়ি?

বিপ্র। (স্বগতঃ) ভয়ে আমার গা কাঁপচে।

বিনা। (স্বগতঃ) কথাটা আরম্ভ করি কি ক'রে?

বিপ্র। (স্বগতঃ) কথাটা পাড়লে আমি কি বল্বো?

বিনা। (স্বগতঃ) ভায়া বোধ হয় খুব বিরক্ত হ'য়ে রয়েছে।

বিপ্র। (স্বগতঃ) বড় রাগ রাগ ভাব বোধ হচ্চে।

বিনা। (প্রকাশ্যে) বিপ্রপ্রিয় ভাই, তুমি যে রকম ভাবে আমার দিকে চাইছো, তাতে বোধ হয় তুমি বুঝ্তে পেরেছ আমি কি জন্য এসেছি।

বিপ্র। হ্যাঁ, তা বুঝ্তে পেরেছি।

বিনা। ঘটনাটা শুনে আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি। আমারত প্রথমতঃ বিশ্বাসই হয়নি।

বিপ্র। লজ্জায় আমার মস্তক অবনত করাই কর্ত্তব্য।

বিনা। কার্য্যটা খুব গর্হিত হয়েছে বটে! কিন্তু এ বিষয়ে যে দোষী, তাকে আমি সহজে মার্জ্জনা কর্ব্বোনা।

বিপ্র। বড়ই দুঃখের কথা বটে! কিন্তু ভাই আমি করজোড়ে প্রার্থনা করি, তুমি মার্জ্জনা কর।

(অবনত জানু হইয়া উপবেশন)

বিনা। এ মার্জ্জনা ভিক্ষা আমারই কর্ত্তব্য। আমায় মার্জ্জনা কর। (অবনত জানু হইয়া উপবেশন)

বিপ্র। আমি যাতে অপমানিত না হই সেইটে তুমি দেখো।

বিনা। আমি ভাই তোমার পরমবন্ধু। কোনরূপে উভয়ের মনোমালিন্য না ঘটে এই আমার আবেদন।

বিপ্র। বড় সহৃদয় তুমি। এস একবার আলিঙ্গন করি।

(উভয়ের উত্থান ও আলিঙ্গন)

বিনা। আঃ! কতকটা নিশ্চিন্ত হলেম। যখনই শুন্‌লেম যে বানর ছেলেটা আমার গুপ্তভাবে তোমার কন্যা মোহিতাকে বিবাহ ক'রেছে, তখনই আমার সর্ব্বশরীর শিহরে উঠলো।

বিপ্র। (চমকিত হইয়া) কি বলছো? মোহিতার কথা কি বলছো?

বিনা। সে কথায় আর কাজ কি ভাই। শশাঙ্কটা লুকিয়ে যে তোমার মোহিতাকে বিবাহ করেছে, সে কার্য্যটায় ঠিক তাকে অপরাধী করা যায় না। শশাঙ্কটা নির্ব্বোধ বটে, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত নয়। আর তোমার কন্যা মোহিতা সতী লক্ষ্মী। এ কার্য্যের ভেতর অবশ্য কোন দুষ্ট লোকের চক্রান্ত আছে। যাই হ'ক ভাই, যখন তোমাতে আমাতে একটা মীমাংসা

হয়ে গেল, তখন প্রকাশ্য ভাবে বিবাহের ব্যবস্থা করাই যুক্তি সঙ্গত নয় কি ?

বিপ্র। (স্বগতঃ) এ আবার কি! আমি ভাবছিলাম এক, হয়ে দাঁড়ালো আর। কিন্তু এই "আর" কথাটা তো বড় সহজ নয়। মাথাটা যে একেবারে ঘুরে গেল, কি উত্তর দেবো ভেবে পাচ্চি না।

বিনা। ভায়া, ভাবছো কি ?

বিপ্র। কিছু না। এ সব কথা এখন থাক, পরে হবে। আমার শরীরটা কেমন অসুস্থ হয়ে পড়্‌লো। বাড়ীর মধ্যে যাই।

(বাটীর মধ্যে গমন)

বিনা। (স্বগতঃ) এ রকম ক্ষেত্রে সবারই মাথা ঘোরে, ভায়ার আমার অপরাধ কি! আমার হতভাগাটা যেরূপ নষ্টামি কোরেছে, তাতে আমার অনুরোধে ভায়া তাকে মার্জ্জনা কর্ত্তে পারে বটে, কিন্তু বিরক্ত হওয়াটা যে তার সঙ্গত এ সম্বন্ধে না বল্‌বার যো নেই। হতভাগাটা লুকিয়ে যে কার্য্য করেছে, সেটা নিন্দারও কথা বটে, অপমানেরও কথা বটে। আমি নিজেই বুঝতে পারছিতো, আমারই যদি এরূপ হতো তাহ'লে আমার মাথাটা হেঁট হতো না কি! এই যে বানরটা এই দিকেই আস্‌ছে।

(শশাঙ্কের প্রবেশ)

বিনা। এস বাবা এস। আমার গুণধর পুত্র তুমি। এই বৃদ্ধ পিতার জীবনের অবশিষ্ট কালটা যে বিষম যন্ত্রণায় অতি-বাহিত করাবার ইচ্ছা করেছো, সেটা বেস্! বাবাজি! অনেক রকম জ্বালা দিয়েছ। কাজেই শেষটা আর বাকী

থাকে কেন, এই ভেবে, শেষ আলা টুকুও দিয়ে বসেছ, বেস করেছ। উপযুক্ত পুত্রেরই কাজ করেছ।

শশা। এ অযথা ভর্ৎসনা কেন? বাবা! আমি কি অপরাধ করেছি?

বিনা। নির্লজ্জ বালক! কি অপরাধ করেছ? ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত অপরাধ করেছিলে, তা আমি বালকের নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ করেছিলে বলে মার্জ্জনা করেছিলেম, কিন্তু এবারের অপরাধ অমার্জ্জনীয়। তুমি আমার অজ্ঞাতসারে এবার আমার প্রিয়বন্ধু বিপ্রপ্রিয়র কন্যা মোহিতা সুন্দরীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছ। না জানি তাকে কি প্রলোভনে প্রলুব্ধ করে সেই আমার প্রিয় বন্ধুর অজ্ঞাতে এ কার্য্য সাধন করেছ। ছি ছি ছি, তোমার মতন পুত্রের মুখ দর্শন করা অকর্ত্তব্য। তুমি ত্যজ্য পুত্রের উপযুক্ত। ছি ছি ছি!!

(প্রস্থান।)

শশা। (স্বগতঃ) বাবাকে একথা কে বল্লে! এ সেই রোগা মড়া বেটার কাজ। আসুক, সে বেটাকে জুতিয়ে সিধে করবো। উঁ হুঁ, বাবার কাছে একথা যে সে বলেছে তা সহজে স্বীকার কর্ব্বেনা। একটু রকম ফের ক'রে এ কথাটা নেওয়া চাই।

(কৃশাঙ্গের প্রবেশ)

শশা। ওরে কৃশাঙ্গ! বড় মজা হয়েছে, আমারি বিয়ের কথা বাবা সব টের পেয়েছে।

কৃশা। কি রকম করে পেলেন?

শশাঁ। যে রকম করে পান না কেন, ও বেস্ হ'য়েছে।

কৃশা। বেস হয়েছে যখন বল্লেন, তখন বলি; কর্ত্তাকে এ কথাটা আমিই বলেছি।

শশা। (তরবারি উন্মোচিত করিতে করিতে) ওরে বেটা, পাজি ঐ কথাটা শোনবার জন্যই আমি চেষ্টা ক'রছিলেম, তুই বেটা যত অনর্থের মূল। এখনি তোর ধড় থেকে মুণ্ডটা নামিয়ে দেবো।

কৃশা। ঐ কাজটী করবেন না প্রভু।

শশা। আচ্ছা থাক, চুপ কর্। মোহিতার পিতা এদিকে আস্ছেন। (বিপ্রপ্রিয়বর একান্তে প্রবেশ)

বিপ্র। (স্বগতঃ) আশ্চর্য্য! মোহিতাকে জিজ্ঞাসা কল্লেম, সে তো এ গুপ্ত বিবাহ একেবারে অস্বীকার ক'ল্লে। বিশেষ যখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে যেরূপ বিস্ময়ের ভাব দেখালে, তাতে তো অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখলাম না। (শশাঙ্ককে দেখিয়া প্রকাশ্যে) এই যে বাপু! আমাকে অপমান করবার জন্যই কি এ জঘন্য অপবাদ রটনা করেছ?

কৃশা। কর্ত্তা মশায় স্থির হ'ন্ রাগ কর্ব্বেন না। জামাতাকে একটু মিষ্ট বাক্যে সম্বোধন কর্ব্বেন।

বিপ্র। ওরে বেটা পাজী! তুই দেখছি এই অযথা কলঙ্ক রটনার মূল। (যষ্টি উত্তোলন)

কৃশা। আহা হা হা হা, রাগেন কেন?

শশা। অযথা কলঙ্ক রটনার কথা কি বলছেন! আমি যে আপনার কন্যা মোহিতাকে গান্ধর্ব্ব মতে বিবাহ করেছি, সেটা কি আপনি অবিশ্বাস কর্চ্চেন?

বিপ্র। নিশ্চয়ই তাই! সে আমায় স্পষ্ট বলেছে—

কৃশা। আমার প্রভু কাল দুই তিন জন সাক্ষের সুমুখে বিবাহ করেছেন।

বিপ্র। তুই পাজি এখনই আমার সুমুখ থেকে চলে যা; নইলে দেখছিস এই লগুড়।

কৃশা। আ হা হা, রাগ কর্চ্চেন কেন?

বিপ্র। শশাঙ্ক! ঐ মোহিতা আস্‌ছে, এ গান্ধর্ব্ব বিবাহ সত্য কি মিথ্যা এখনি বোঝা যাবে।

(মোহিতার প্রবেশ)

কৃশা। ঠাকরুণ! আপনার বাপের ঐ লাঠীর ঘা থেকে আমায় রক্ষা করুন, বিবাহের কথাটা খুলে বলুন।

মোহি। বিবাহ? এ আবার কি কথা!

শশা। বিস্মিতের ভাব দেখাচ্ছ কেন মোহিতা! চার জন সাক্ষীর সমক্ষে সে দিন যে আমায় পাণি প্রদান করেছ, সে কথা কেন যে অস্বীকার ক'রছো তা তো আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা।

মোহি। তুমি প্রেমোন্মাদ! আমি তোমায় কখন কোথায় পাণি প্রদান ক'ল্লেম?

কৃশা। ও কি বল্‌ছেন ঠাকরুণ। আমরা সেখানে চা'র জন উপস্থিত। আপনি আগে থাক্‌তে বলে পাঠিয়েছিলেন, গুপ্ত বিবাহ, গুপ্ত ভাবেই হবে। সেইজন্য অন্ধকারে আপনি এসে বিবাহিতা হলেন। সে কথা বল্‌তে আপনার পিতার কাছে ভয় কর্চ্চেনই বা কেন, আর লজ্জাই বা কিসের? যে কাজ হয়ে গেছে তার আর চারা কি!

মোহি। বাবা! এই নীচ দুর্মুখ মিথ্যাবাদীটা পদাঘাতের যোগ্য। আমি আর এখানে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব ক'র্ত্তে পারিনা, চল্লেম। (বাটী মধ্যে প্রস্থান)

কৃশা। রাগারাগি করলেও হবেনা, তাপা তাপি ক'ল্লেও রবেনা। ভাল ভাল সাক্ষীর সুমুখে কাজ হোয়েছে। কর্ত্তা মশাই বলেন তো, আমি তাদের আনতে পারি, তারা এসে ঠিক কথা বলবে।

বিপ্র। আর তুই পাজি বলিস্ তো, আমি আমার দুজন চাকরকে ডাকতে পারি, তারা এসে তোর পীঠে ঘা কথক লাঠির ঘা আচ্ছা রকমে দিতে পারে।

কৃশা। বুড়ো মানুষ, কথাত বুঝ্বেন না, কেবল আপনার কথাই পাঁচ কাহন করে বস্বেন।

বিপ্র। ওরে বেটা পাজি, আমি বুড়ো বলেই তুই রক্ষা পেলি, নইলে তোর হাড় একএক খানি এতক্ষণে এইখানে বিছুনো থাকতো। পাজি বেটা—নচ্ছার বেটা।

(বেগে বাটীর মধ্যে প্রস্থান।)

শশা। হ্যাঁরে, একি হলো?

কৃশা। যাই হ'ক, আমি বুঝতে পারছি, আপনি আমাকেই দোষী কর্ব্বেন। এখন আমার পক্ষে মরণই ভাল। আমি হয় গলায় দড়ি দিইগে নয় ইদাঁরার পড়িগে।

শশা। তা হচ্চেনা। পালাবি মনে কচ্ছিস্, তা হবেনা। মরতে হয় আমার সুমুখেই মর্।

কৃশা। তা হবেনা। আমি কারও সাক্ষাতে ম'র্ত্তে পার্ব্বোনা। আপনি দেখ্ছি আমার মৃত্যু চেষ্টায় বাধা দিলেন।

শশা। ও সব বাজে কথা রাখ। এ ঘটনা বড় হাসি তামাসার নয়। আমি চল্লুম, শিগ্‌গির আসিস্।

(প্রস্থান।)

কৃশা। (স্বগতঃ) হতভাগা কৃশাঙ্গ! বেস্ হয়েছে, তুই যেমন বাঁদর—তেম্‌নি জব্দ হ।

(বিকলার প্রবেশ)

বিক। আ মর মড়া, তুই এখানে কেন?

কৃশা। তোর পায়ে মাথা খুঁড়তে।

বিক। ছিঃ, ও কথা বল্‌তে আছে কি! (স্বগতঃ) মোহিতা যদি শশাঙ্ককে বিয়ে করে, তাহলে আমাকেও দেখছি, এই হতভাগাকে নিতে হবে। পছন্দ সই নয়। তা কি কর্ব্বো? সেই যে কথায় বলে "রোগী যেমন নিম খায় মুদিয়ে নয়ন" সেই রকমে চালিয়ে যেতে হবে।

কৃশা। বিকলা! যদি রাগ না করিস্ তোকে একটা কথা বলি।

বিক। না রাগ কর্ব্বো কেন। কি কথা বল।

কৃশা। (স্বগতঃ) আগে আগে, শালি—কোন কথা বল্‌তে গেলে খ্যাঁক করে উঠ্‌তো, আজ দেখছি একটু মিঠে সুর, ঠিক প্রসাদিনীর মতন। বলে ফেলি। (প্রকাশ্যে) আমি তোকে বড্ড ভালবাসি।

বিক। তা তো বাসিস্। আমারও একটু একটু বাসতে ইচ্ছে হচ্ছে। কিন্তু তুই হতভাগা যে বড্ড রোগা।

কৃশা। তোর সঙ্গে বিয়ে হলে, আর তোর রান্না খেতে পেলে, দেখবি খুব মোটা হয়ে উঠ্‌বো। সত্যি বল্‌ছি, লম্বোদর শালার চেয়ে আমি মোটা হয়ে উঠ্‌বো।

(লম্বোদরের প্রবেশ)

লম্বো। ওরে শালা কৃশাঙ্গ আমায় যে বড় শালা বলছিস্? একি মেগের কাছে পেগের বড়াই নাকি? দুই কিলে এখনি তোর পিটের শিরদাঁড়া ভেঙ্গে দেবো, জানিস্।

(বিকলার পশ্চাতে কৃশাঙ্গের লুক্কায়িত হওন)

বিক। দেখ্ ভুঁড়ো। বেশী কথা ক'স্‌নে। তুই কিল মার্‌তে জানিস্, আর আমরা কিল মার্‌তে জানি না।

লম্বো। তা তো জানবিই চাঁদ। কিন্তু কিলই মার আর যাই কর, এ রোগা মড়ার দফা আমি রফা কর্ব্বোই কর্ব্বো।

(গীত)

বিক। তুই থাম্ থাম্ থাম্

ওতোর বাজে বড়াই রাখ্ না।

মিছে—নাড়িস্ কেন পাখ্‌না।

কৃশা। (বিকলার পিছন হইতে উঁকি মারিয়া)

শালা গোবর গণেশ, ঢেঁস্ কুম্‌ড়ো,

গোয়াল ঘরের মাখ্‌না॥

(পিছনে লুক্কায়িত হওন)

লম্বো। ম'লোরে বেটা, ম'লোরে, বেটা, ম'লোরে,

ছুঁচো মেরে ছিঃ হাত গঁদাতে হোলোরে;

(ধরিতে চেষ্টা)

বিক। (বাধা দিয়া) কাজ কি অত মুখ সাপটে থাক্ না।

কৃশা। (পিছন হইতে) কই ধর্‌না, ধরে মার্‌ না ;

মেরে মজাটা একবার দেখ্‌না ;

লম্বো। বেটা কে গো ? এ যে আবাগের বেটা ভূত,

দূর্ বেটা দূর্ দূর্ বিকলার আঁচল ধরা পুত ;

(ধরিতে চেষ্টা ও বিকলার বাধা দেওন)

বিক। আর থাক্ আর থাক্।

লম্বো। ভাল ডাকতে বল্ গো-ডাক ;

বিক। তাই ডাক্‌না বাবু পিঠ বাঁচাতে,

গো-ডাকই নয় ডাক না॥

(গাঁ গাঁ শব্দ করিতে করিতে কৃশাঙ্গের পলায়ন,

পশ্চাতে উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—ঃ০০ঃ—

নিভৃত স্থান।

(মোহন ও প্রসাদিনীর প্রবেশ)

প্রসা। আচ্ছা বিপদ ! ঠাক্‌রুণ এখন উপায় কি ?

মোহ। তাই তো ভাবছি। এ ব্যাপারে মোহিতা আর দিবাকর দু'ইজনেই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছে। এখন কর্ত্তা যদি জানতে

পারেন যে, শশাঙ্ককে আমি সত্য সত্যই বিবাহ করেছি, তাহলে তাঁর পিস্‌তুতো ভায়ের একরাশ টাকা যে, আর এক জনের হাতে গিয়ে পড়বে, সেটাতে বিশেষ অসন্তুষ্ট হবেন। এই গেল এক কথা। তারপর আর এক কথা হচ্ছে এই, শশাঙ্ক যদি টের পায় আমি দরিদ্র বালিকা মাত্র, তাহ'লে হয় তো আমার উপর বিরক্ত হ'তে পারে।

প্রসা। সে কথা ঠিক বটে। কিন্তু এখন উপায় কি ?

মোহ। প্রসাদিনী! তুই এর একটা উপায় কর্। এ বিপদে তুই আমাকে রক্ষা কর্।

প্রসা। একটা মৎলব মনে আসছে বটে। আমি না হয় তাঁর কাছে একবার—ঐ যে দিবাকর মশায় আস্‌ছেন। চল আমরা সোরে যাই। যেতে যেতে আমার যে মৎলব মনে এসেছে, তোমাকে তাই বলিগে। (উভয়ের প্রস্থান)

(দিবাকর ও লম্বোদরের প্রবেশ)

দিবা। তারপর? লম্বোদর তার পর ?

লম্বো। তার পর আর কি প্রভু! পিঠ বাঁচিয়ে এসেছি এই ঢের। মোহিতা ঠাকরুণকে যেমন বলেছি, যে প্রভু একবার আপনার সঙ্গে কথা কইতে চান, অম্‌নি রেগে মেগে তেড়ে ফুঁড়ে আমায় বল্‌লেন, "যা যা বেটা পাজী আমার সুমুখ থেকে দূর হ, তোকে যা বল্‌লুম তোর মনিবকে বল্‌গে যা, তাঁকেও তাই বল্‌লুম।" এই মিষ্ট কথা ব'লে চলে গেলেন। হতভাগী বিকলাও তো কম পাত্র নয়। সেও ঠাকরুণের পাছে পাছে যেতে যেতে, একবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে, সেই খাঁদা নাক ওপর পানে তুলে, চোখ ঘুরিয়ে

বলে গেল "কি বলবো হাতের কাছে ঝাঁটা গাছটা নেই"
আমি তখন পায়ে দাঁড়িয়ে আছি কি মাথায় দাঁড়িয়ে আছি
তা বুঝতে পারলুম না।

দিবা। এত তেজ! এত গর্ব্ব! লম্বোদর! আমি যে কত ভাল বাসি তা তো তুই জানিস্। একটু ভুল হ'য়েছিল বোলে, আমাকে এতটা অপমান করা তার কি উচিত হয়েছে? আচ্ছা আর একজনকে ভালবেসে আমি এর প্রতিফল দেব।

লম্বো। ঠিক্ বলেছেন প্রভু! আমিও বিকলা শালীকে ঐ রকমে জব্দ করবো! রাগ চাই! পুরুষের রাগ না থাক্‌লে কি পুরু-ষত্ব থাকে। এত কেন? আজকালকার পুরুষগুলো হ্যাঁ হ্যাঁ কোরে গড়িয়ে পড়ে, "তোমা বৈ আর জানিনে" বোলে, বোলে—মেয়ে মানুষগুলোর এত মান বাড়িয়ে দিয়েছে।

দিবা। ঠিক তাই, লম্বোদর ঠিক তাই। এত ঘৃণা? আমিও ঘৃণা কোরে ঐ ঘৃণার শোধ দেবো।

লম্বো। আমিও তাই করবো! ও জাতের মাথায় ঝাঁটার বাড়ি মারি। বেটীরা মনে করে, তু কোরে ডাকবে আর আমরা কুকুরের মত ল্যাজ নাড়্‌তে নাড়্‌তে সুড়্ সুড়্ কোরে পায়ের তলায় দাঁড়াবো। তা হচ্চে না।

দিবা। ঠিক বলেছিস্! এ বার আর তা হচ্ছে না।

লম্বো। ঐ যে দু'জনেই আসছেন! দেখবেন, এত মৎলব ফেঁসে না যায়।

দিবা। তা যাবে না।

লম্বো। মোহিতা ঠাকরুণের ঐ চক্ষু দুটোর ফ্যাল্ ফেলে চাউনি তেই যে ভয় হয়।

(মোহিতা ও বিকলার প্রবেশ)

বিক। (জনান্তিকে মোহিতার প্রতি) ঐ যে রয়েছেন। দেখো ঠাকরুণ, দেখো, যেন ভুলে যেও না।

মোহি। (জনান্তিকে বিকলার প্রতি) আমার হৃদয় তত দুর্ব্বল নয়।

বিক। (প্রকাশ্যে) এই যে দিবাকর মহাশয় এই দিকেই আসছেন।

মোহি। তাইতো দেখছি। আবার কেন লো ?

দিবা। মোহিতা সুন্দরী! আমি তোমার ভালবাসা ফেরত পাবার জন্য যাচিঞা করতে আসিনি। যে প্রেমিকা সামান্য কারণে যথার্থ প্রেমিকের প্রাণে এত আঘাত দিতে পারে, তার কাছে ভালবাসা ফেরত পাওয়ার আশা বৃথা তা আমি জানি। অবশ্য এটা আমি স্বীকার করি, তোমায় পেলে আমি রাজ সিংহাসনও তুচ্ছ জ্ঞান ক'র্ত্তে পারি। আমি বড় ভালবেসেছিলেম। তোমায় আমি আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে সংস্থাপিত ক'রেছিলেম। এত অপমানিত হওয়ার পরও, তোমায় ভুলতে আমার বক্ষের ক্ষত হতে শতধারে শোণিত প্রবাহিত হবে। তোমায় সত্য বলছি মোহিতা সুন্দরী! এ জীবনে আর কাউকে ভালবাসার আশা রাখলেম না। প্রাণ খোরে দিয়েছিলেম, ঘৃণায় তুমি তা দলিত করলে। আমি আর তোমায় বিরক্ত ক'র্ত্তে আসবো না—আমার এই শেষ সাক্ষাৎ!

মোহি। এই শেষ সাক্ষাৎ না ক'র্ত্তে এলে, আমায় খুব দয়া করা হতো।

দিবা। আমি মর্ব্বো, তবুও তোমার সহিত আর কথা কইতে আস্‌ব না।

মোহি। তা হলে আমায় বড় বাধিত কর্ব্বেন।

দিবা। নিশ্চয়ই আসবো না। এ হৃদয় থেকে তোমার ঐ সুন্দর মূর্ত্তিখানি মুছে ফেলতে না পারলেও, নীরবে যাতনা সহ্য কর্ব্বো। কিন্তু নিশ্চয়ই আর তোমার কাছে আস্‌বো না।

মোহি। যদিই আসেন, সে আসাটা বৃথা হবে।

দিবা। আমার বক্ষে আমি সহস্রবার ছুরিকাঘাত কর্ত্তে পার্ব্বো, কিন্তু এত নীচ নই, যে এই সব অপমানসূচক কথার পর, আবার তোমার ছায়া স্পর্শ কর্ব্বো।

মোহি। বেস্ বেস্! তা হলে আর ও সব কথায় কাজ নাই।

দিবা। তা তো নয়ই। তোমার ভালবাসার চিহ্ন পর্য্যন্ত আমি রাখতে চাই না। প্রেমের শৃঙ্খল একেবারে ছিন্ন হউক। তুমি তোমার যে ছবিখানি আমায় দিয়াছিলে, এই সেই ছবি। দেবীমূর্ত্তি জ্ঞানে, যা একদিনের তরেও বুক থেকে নামাইনি, তাই আজ তোমায় বুক ছিঁড়ে ফেলে প্রত্যর্পণ কল্লেম, এই নাও। নিদয়ার প্রতিমূর্ত্তি, নিদয়া! নাও। (প্রদান)

লম্বো। (জনান্তিকে) বেশ বলেছেন প্রভু।

মোহি। তুমি যখন আমার ছবি ফেরত দিলে, তখন তুমি যে আমাকে হীরের কণ্ঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলে, তাও আমি তোমাকে ফেরত দিচ্ছি, নাও। (প্রদান)

বিক (জনান্তিকে) ঠিক জবাব হয়েছে।

দিবা। (একখানা চিঠি বাহির করিয়া) মোহিতা সুন্দরী! এই

তোমার প্রেম পত্র। (পাঠ) "দিবাকর ! তুমি বলেছো তুমি আমায় বড় ভালবাস, সেই সঙ্গে জান্‌তে চেয়েছো আমি তোমায় ভালবাসি কি না ! তোমার মত অত ভালবাসতে আমি জানিনা, তুমি যে বড় ভালবাস বলেছো, সেই বলার ভাবে আমি মোহিত হয়েছি। তোমারই মোহিতা" মোহিতা সুন্দরী যে পত্রে এতটা লিখেছিলো, সে পত্রের অবস্থা এখন এই হলো (পত্র ছিন্ন করণ।)

মোহি। (পত্র বাহির করিয়া) তোমারও এই পত্র। (পত্র পাঠ) "মোহিতা সুন্দরী ! কি হবে ! আমি আর কতদিন সহ্য কর্ব্বো। আমি যে কিছুই বুঝিতে পারছি না। এ ভালবাসার প্রতিদান কত দিনে পাব ? স্বর্গের দেবী তুমি ! আমি বুঝতে পাচ্ছি, জীবনে মরণে আমি তোমারই দিবাকর" এইতো তোমার "জীবনে মরণে তোমারই" যে পত্রে এরূপ মিথ্যা লিখিত থাকে সে পত্রের অবস্থা এই !

(পত্র ছিন্ন করণ)

লম্বো। (জনান্তিকে) বেশ চলছে, চলুক।

দিবা। (আর একখান পত্র লইয়া) এ পত্রও তোমার, এরও দশা এই। (পত্র ছিন্ন করণ)

বিক। আপনিও, আপিনিও ঐ করুন।

মোহি। এই আর এক খান তোমার, এরও দশা এই।

(পত্র ছিন্ন করুণ)

লম্বো। (জনান্তিকে) ওঁর কাছে আপনার অনেক চিঠি আছে, আগে থাক্‌তে সব না ছিঁড়ে ফ্যালেন্।

বিক। (জনান্তিকে) ঠকবেন না, হট্‌বেন না।

মোহি। তোমার এই এত পত্র আমার কাছে আছে! এই দেখ সমস্ত ছিন্ন করলেম। (সমস্ত পত্র ছিন্ন করণ)

দিবা। বাস্ সব শেষ হলো। এই বার যা প্রতিজ্ঞা করেছি, তাই রক্ষা কর্ব্বো।

মোহি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমিও যেন আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্ত্তে পারি।

দিবা। তবে বিদায়।

মোহি। হাঁ বিদায়।

বিক। (জনান্তিক) ঠিক বলা হয়েছে।

লম্বো। (জনান্তিকে) আপনি যা করলেন, তা ঠিক হয়েছে, জিত আপনারই।

বিক। (জনান্তিকে) চলুন, আমরা চলে যাই।

লম্বো। (জনান্তিকে) আর কাজ নেই চলুন সরে যাই।

বিক। (জনান্তিকে) ঠাকরুণ আর দাঁড়িয়ে কেন।

লম্বো। (জনান্তিকে) প্রভু, এখনও হা করে কি দেখচেন।

দিবা। মোহিতা সুন্দরী! আমার জন্য একদিন তোমায় দুঃখিত হতে হবে।

মোহি। দিবাকর! তোমার মত প্রণয়ী পৃথিবীতে আরও অনেক আছে।

দিবা। তা নাই! তুমি সমস্ত পৃথিবী অন্বেষণ করেও আমার মত হৃদয় দেখতে পাবে না। আমি যে তোমার মনকে নরম করবার জন্য এক কথা বলছি তা নয়। আমি তোমার ভাল বাসার আশা আর রাখি না। কিন্তু মনে রেখো,

আমি যে রকম ভাল বেসেছিলেম, এ রকম ভাল বাসা তুমি আর কারও কাছে পাবেনা।

মোহি। দিবাকর! ওকি কথা বলছো? যে যাকে যথার্থ ভাল-বাসে, সে কি তার প্রতি তোমার মত নিষ্ঠুর ব্যবহার করে।

দিবা। মোহিতা! প্রণয়ে সন্দেহ পদে পদে। হঠাৎ সেই সন্দেহের বশবর্ত্তী হয়ে কোন কাজ করা কি উচিত? কিন্তু তুমি তা করেছো।

মোহি। সে পক্ষে দোষী তুমি।

দিবা। দোষের মার্জ্জনাও তো আছে। ভালবাসার আতিশয্যে এরূপ তো ঘটে থাকে।

মোহি। না দিবাকর, তুমি আমায় যথার্থ ভালবাসতে না।

দিবা। না মোহিতা, তুমি আমায় একবারেই ভালবাস্‌তেনা।

মোহি। বটে! তা বেস্‌। একটা কথা মনে হচ্চে। থাক্‌, যখন আমাদের ছাড়াছাড়ি হলো,তখন আর সে কথায় কাজ নেই।

দিবা। ছাড়াছাড়ি হলো?

মোহি। হলো বৈ কি!

দিবা। তুমি স্থির ভাবে এই কথাটা বললে?

মোহি। তা বল্লুম বৈ কি। তুমি যে বল্লে!

দিবা। আমি বল্লুম? যদি বলে থাকি মার্জ্জনা কর।

মোহি। না না, এত শীগ্‌গির মার্জ্জনা হতে পারে না।

দিবা। কেন হতে পারে না মোহিতা? আমি তোমার হাতে ধরে বলছি মার্জ্জনা কর।

মোহি। হাত ধরলে? তবে চল, হাতে হাতে ধরাধরি করে দুজনে বাড়ী যাই। (উভয়ের প্রস্থান।)

বিক। ঠাকরুণের আমার হৃদয়টা বড় কোমল।

লম্বো। প্রভুর আমার সাহসটা বড় কম।

বিক। ওঁর কার্য্য দেখে আমার লজ্জা হচ্চে।

লম্বো। এঁর কার্য্য দেখে আমার রাগে সর্ব্বশরীর জ্ব'লে যাচ্চে। ওরে বিকলা! তুই যেন মনে করিস্‌নে আমি তোর জন্যে ঐ রকম করবো।

বিক। তুইও মনে করিসনে আমায় ঐ রকম সহজে ভুলিয়ে দিবি।

লম্বো। তুই আয়না, আমার কাছে এসে ঐ রকম পীরিতের কথা ক'না। তা হলেই বুঝতে পারবি আমি তার কি উত্তর দেবো।

বিক। ওরে ভুঁড়ো তুই থাম্‌। তুই আমাকে আমার মোহিতা ঠাক্‌রুনের মত নির্ব্বোধ মনে করিস্‌ না। আহা হা! ভুঁড়ির যা ফের, তাতে যে দেখ্‌বে সেই ভালবেসে ফেলবে আর কি? দূর দূর! আমার মত নবযৌবনি তোর মত একটা বিকট মানুষকে না ভালবেসে থাকতে পার্ব্বেনা, কেমন রে ভুঁড়ে?

লম্বো। বটে এত ঘেন্না। এই নে তুই আমাকে যা দিইছিলি তুই নে! তোর তিন পয়সার জিনিস ফিরিয়ে নে।

বিক। তুই দু'পয়সার যে জিনিস দিইছিলি এই নে।

লম্বো। আহা হা, মনিব বাড়ী থেকে চুরি করে একদিন খানিকটা মাখন আমায় খেতে দিইছিলি, সেটা তো এখন হাতে নেই, তবে পেটে যদি থাকে, হাত পাত্‌, গলায় আঙ্গুল দিয়ে বার করে দেই। (বমনের উদ্যোগ)।

বিক। দূর হ পোড়ার মুখো, সরে দাঁড়া। ফের যদি আমার কাছে আসিস, তা হলে তোর ঐ ভুঁড়ি হাঁসিয়ে দেবো।

লম্বো। আবার আসবো? আমি এই চল্লুম। আ মলো, ও রকম করে চাচ্চিস্ যে? অমন মিটে চাউনি চাইলে কিন্তু আমি রেগে যাব।

বিক। তুই পোড়ার মুখো অমন্ পেছু ফিরে ফিরে চাইলে, আমি কিন্তু ঝাঁটা গাছটা নিয়ে আসবো।

লম্বো। তা হলে, তোর আমার ভালবাসা এই খানে শেষ হলো, কেমন? আ মলো হাসছিস্ যে?

বিক। তোর রকম দেখে হাসছি।

লম্বো। দূর শালী, এক হাসিতেই মজিয়ে দিলি? এত রাগ একেবারে সব ঠাণ্ডা! এখনও বল, ভালবাসা ভাঙ্গবো না রাখবো।

বিক। তোর ইচ্ছে।

লম্বো। তোর ইচ্ছে।

বিক। তা হবেনা, তুই যা বলবি তাই হবে।

লম্বো। আমি কিছু বলবো না, তুই যা বলবি তাই হবে।

বিক। কেন দুষ্টুমি করে মচ্ছিস্? কি বলবি তাই বল্।

লম্বো। তবে যা, ভালবাসা রইল। বিকলা! চংয়ে মেরেছিস্ যে!

বিক। তুই হতভাগা ভুঁড়ো, তুই আমায় যাদু করে ফেলেছিস্।

(গীত।)

বিক। আমি ম'জেছি—

লম্বো। আমি ম'রেছি—

বিক। তুই হাঁদা পেটা বড় ঠ্যাঁটা তোর কি আমি ক'রেছি ?

লম্বো। আমিই বা কি ক'রেছি ?

তোর মিঠে চ'খের চাউনি-বাণে আদ্‌মরা যে হ'য়েছি !

বিক। ওরে আমিও যে প্রায় তাই,

লম্বো। আহা তাইরে নাইরে নাই ;

তুই নবীন ছুঁড়ি রসের গুঁড়ি কপালগুণে পেয়েছি।

বিক। তোর মন মজানো মিষ্টি কথায়

প্রাণটা তোরে দিয়েছি ॥

লম্বো। এখন জমাট বাঁধলে হয়,

বিক। ভুঁড়ো আমারও তাই ভয় ;

লম্বো। উঁহুঁ ভয় নাইকো —

আমিও যে ঠিক ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছি।

বিক। দেখিস্ তবে সাম্‌লে চলিস্—

আমিও ঠিক ধ'রেছি ॥

(উভয়ের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—০*০—

বিপ্রপ্রিয়র বাটীর পশ্চাদ্দেশ।

(কৃশাঙ্গের প্রবেশ)

কৃশা। (স্বগতঃ) জিতিছি আমি! মোটা সোটা ব'লে লম্বোদরের যে জাঁক ছিল, সে জাঁকের দফা রফা হয়েছে। বিকলা এখন আমার।

(বিকলার প্রবেশ ও অন্যমনে গমন)

ও বিকলা! আমি যে এখানে।

বিক। তুই এখানে তাতে আমার কি?

কৃশা। না, দুটো কথা—

বিক। তোর সঙ্গে আবার কি কথা কইবো? আমি যাচ্ছি লম্বোদরের কাছে, তোর সঙ্গে আবার কি কথা কইবো?

কৃশা। লম্বোদরের কাছে আবার কেন? তার সঙ্গে তো চুকে বুকে গেছে!

বিক। সে আমার ভালবাসার নাগর! জ্যান্ত থাকতে তার সঙ্গে আবার চুকবে কি? তুই মিন্‌ষে যেমন রোগা মড়া, তোর বুদ্ধিও তেম্‌নি। আজ বাদে কাল তার সঙ্গে বে হবে। তুই কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে ব'সে অমঙ্গল গাচ্ছিস্! বলে তার সঙ্গে সব চুকে গেছে। দূর হ পোড়ার মুখো।

(প্রস্থান।)

কৃশা। (স্বগতঃ) এ আবার কি? কাল আমাকে এত ভালবাসার কথা বল্‌লে, লম্বোদরটাকে দূর ছাই কর্‌লে, আজ আবার

এ রকম উল্টো গাইলে কেন? কে জানে বাবা, স্ত্রী চরিত্তির আর দেবচরিত্তির ও এক স্বতন্ত্র ব্যাপার, কিছু বোঝা গেল না তো।

(শশাঙ্কের প্রবেশ)

শশা। ওরে বেটা পাজী। তুই এখানে হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে আছিস, আর তোকে সহর সুদ্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছি।

কৃশা। আজ্ঞে কেন হুজুর, কেন?

শশা। সর্ব্বনেশে কারখানা! মোহন ছোক্‌রাটকে আমার দিকে বোলে জ্ঞান ছিল, সে নাকি এখন বেঁকে দাঁড়িয়েছে। এই মাত্র তার একজন লোক এসে বলে গেল যে, আমি তার ভগ্নিকে বিবাহ ক'রেছি বলে মিথ্যাগ্লানি ক'রেছি। সে তার প্রতিশোধ চায়। আমার সঙ্গে দ্বন্দ যুদ্ধ ক'র্ব্বে।

কৃশা। তবেই তো প্রভু কি হবে?

শশা। তাই তো বল্‌ছি, কৃশাঙ্গ কি হবে?

কৃশা। ছোঁড়াটার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্ত্তে পার্ব্বেন না?

শশা। আমি তলোয়ার ভাঁজা তো এক রকম ভুলেই গেছি। আমার তলোয়ার আজ কাল তোলাই থাকে জানিস্ তো?

কৃশা। তবেই তো।

(বিপ্রপ্রিয় ও বিনায়কের প্রবেশ)

বিপ্র। এ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ অবশ্য প্রয়োজনীয়।

বিনা। উত্তম। শশাঙ্ক, তুমি বোধ হয় শুনেছ এঁর পুত্র মোহন, তোমার সহিত দ্বন্দ যুদ্ধ ক'র্ত্তে চায়। তুমি প্রস্তুত হও।

শশা। শুনেছি। তা আমি—দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, তা কেন?

বিপ্র। কেন, তা কি বুঝতে পারছো না বাপু! আমার কুলের

যে কলঙ্ক রটনা করেছ, বৃদ্ধ আমি না হয় সহ্য ক'রেম। কিন্তু আমার পুত্র তা সহ্য করবে কেন। তুমি প্রস্তুত হও মোহন এখনি এখানে আসবে।

শশা। (জনান্তিকে কৃশাঙ্গের প্রতি) হ্যাঁরে, তুই কি বলিস?

কৃশা। (জনান্তিকে) মোহনটা ছোঁড়া বৈত নয়। ভেড়ে ফুঁড়ে আগে ভাগে গিয়ে এক ঘা ঝাড়বেন। বাস্! কর্ম্ম ফতে হ'য়ে যাবে।

শশা। (জনান্তিকে) তবু রে তবু—

(মোহন, মোহিতা, প্রসাদিনী, দিবাকর ও লম্বোদরের প্রবেশ)

মোহি। মোহন! ভাই, যে ব্যক্তি তোমার সহোদরার গ্লানি ক'রেছে, তার প্রতি সহোদরের কি কর্ত্তব্য তা বোধ হয় তোমাকে আর বোঝাতে হবে না। গ্লানি কারক উপস্থিত আছে, যা কর্ত্তব্য তাই কর।

মোহ। গ্লানি কারককে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছি, দেখছি তিনিও উপস্থিত।

শশা। আমি গ্লানি করিনি। মোহিতা আমার বিবাহিতা পত্নী।

মোহ। মোহিতা যখন সে কথা অস্বীকার করেছে, তখন মহাশয়ের এখনও সেই কথা কওয়া কি সঙ্গত হচ্ছে।

বিনা। (শশাঙ্কের প্রতি) নির্ব্বোধ বালক! কথার প্রয়োজন কি, কার্য্য আরম্ভ কর। তরবারি উন্মোচন কোরে, সর্ব্ব সমক্ষে তোমার পিতার আর তোমার মুখ উজ্জ্বল কর। আর আমার পুত্র যে মিথ্যাবাদী নয়, এই দ্বন্দ্ব যুদ্ধে সর্ব্ব সমক্ষে তার প্রমাণ দাও।

কৃশা। (শশাঙ্ককে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া জনান্তিকে) হাঁ

করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? তলোয়ারটা খুলে ফেলুন, খুলেই মেরে দিন এক কোপ। চেংড়া ছোড়ার ধড় থেকে মুণ্ডটা নামিয়ে দিন।

বিনা। শশাঙ্ক! প্রস্তুত হও।

শশা। আজ্ঞে হ্যাঁ এই যে (তরবারি উন্মোচন করিয়া) মোহন তরবারি উন্মোচন কর।

মোহ। (কোষ হইতে তরবারি উন্মোচন করিতে যাইয়া) ঐ যাঃ! তলোয়ার খান কোথায় গেল। ওলো প্রসাদিনী তলোয়ার খান কোথায় গেল?

প্রসা। ওতে নেই! তবে বুঝি আর কোথাও আছে।

মোহি। তলোয়ার ওতে থাকেনা তো আর কোথায় থাকে।

প্রসা। কে জানে ঠাকরুণ, তবে বুঝি ওঁর চক্ষে আছে।

(এ পক্ষের সকলে উচ্চ হাস্য)

মোহি। দূর ছুঁড়ি! এর মধ্যেই হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গছিস্?

বিনা। এত হাসি কেন?

শশা। তাই তো।

কৃশা। একি তামাসা নাকি।

লম্বো। দূর গর্দ্দভ! এর ভিতর কি মজা আছে তা তুই কি বুঝবি। ঐখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্ আর শোন্। কথাটী কইবি কি দুই গালে চারটী চড় খাবি।

বিনা। বিপ্রপ্রিয়, ভাই, একি রহস্য কিছুই বুঝতে পারছি না যে।

বিপ্র। (মোহনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) রহস্য যে কি, তা ওর মুখেই শোন।

মোহ। যুদ্ধ হলো কৈ? আমি যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। ছিছি তুমি এমন কাপুরুষ যে একটা স্ত্রীলোকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে এগুতে পারলেনা।

শশা। স্ত্রীলোক!

বিনা। স্ত্রীলোক কি?

কৃশা। এ আবার কি কথা

লম্বো। আবার কথা কয়! চুপ! চুপ করে শুনে যা। ফের কথা কইছিস কি মেরেছি।

বিনা। বিপ্রপ্রিয় একি ভাই?

বিপ্র। (হাস্য করিয়া) রাগ করোনা ভাই, এর ভিতর একটু কথা আছে, মন দিয়ে শোন। শুনলে আর রাগের কোন কারণ থাকিবে না। তুমি জান আমার পিসতুত ভাই মৃত্যু কালে তাঁর নিয়োগপত্রে লিখে গিয়েছিলেন যে, যদি আমার কোন পুত্র জন্মায়, তা হলে, সেই পুত্র তার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে, অন্যথায় তাঁর দৌহিত্র অর্থাৎ তোমার পুত্র, সেই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হবে। সেই নিয়োগপত্র যখন শুনলেম, তখন আমার স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। কোন কার্য্যের জন্যে আমায় বিদেশে যেতে হলো। আমি যখন বিদেশে তখন একটী কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। আমার পত্নী ঐ নিয়োগ পত্রের কথা আমার মুখে শুনেছিলেন। পুরাতন ধাত্রীটাও শুনেছিল। সেই ধাত্রীর পরামর্শেই হউক আর যে কারণেই হ'ক কন্যাটীকে পুত্র সন্তান বলে প্রচার কল্লেন। দুই তিন বৎসর পরে আমি কন্যাটীকে পুত্র বলেই জানলেম। কিন্তু মৃত্যু সময় আমার স্ত্রী সমস্ত কথা আমায় বলে গেলেন।

ভাই ক্রুদ্ধ হয়োনা। সম্পত্তির লোভ আমি সম্বরণ করতে পারিনি। কন্যাটীকে পুত্রভাবেই আমি সকলকেই জানিয়ে রেখেছিলেম, কিন্তু উপরে যে ভগবানচন্দ্র আছেন তাঁর কাছে তো কিছু লুকোবার নেই। তিনি দয়াময়, দয়া করে আমার সেই কন্যাকে তোমার পুত্রের হস্তে অর্পণ করেছেন। সেই কন্যা আমার এই মোহন। মোহন আমার মোহন নয় মোহিনী। সম্পত্তি সম্বন্ধে আরও যে কার্য্য আছে চল আমরা তার দুজনে ব্যবস্থা করিগে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

শশা। তবে কি সেদিনকার সে মোহিতা নয় ?

দিবা। আজ্ঞে না মশায় মোহিতা আমার, আর এই মোহিনী তোমার—(মোহিনীর গাত্রাবরণ উন্মোচন) মোহিনী আর ও বেশ কেন, যে বেশে আমার এই শশাঙ্ক ভায়াকে চিরদিন মোহিত করে রাখবে, একবার সেই বেশ ধর। আর বিবাদ কাজ কি, যে যার সে তার নিয়ে এখন ঘরকন্না করা যাক্‌গে চলো।

কৃশা। একি বাবা ভোজবাজী নাকি ?

লম্বো। আবার কথা কচ্ছিস্‌! এই এক চড় জানিস্‌ (হস্ত উত্তোলন করিয়া প্রহার করিতে অগ্রসর)

প্রসা। তোমার এত দর্প কেন লম্বোদর ?

লম্বো। ও আমার জিনিসে হাত বাড়ায় কেন ?

প্রসা। কেন ওর কি জিনিস নেই ?

লম্বো। ওর আবার জিনিস কোথায় ?

প্রসা। ওর জিনিস আমি ! (কৃশাঙ্গের হস্ত ধারণ)

কৃশা। প্রসাদিনী! তুমি যে আমায় ভালবাস্‌তে, মূর্খ আমি তা বুঝেও বুঝিনি! রত্নের মালা ত্যাগ করে আমি কাচের মালা গলায় প'র্‌তে গিয়েছিলেম আমায় মার্জ্জনা কর। লম্বোদর ভায়া মুখখানা অমন করে রইলে কেন? তোমার চড়—চাপড় কোথায় গেল? এখন পাঁচ ভদ্রে বিচার করুন, জিত কার্।

দিবা। আর কথায় কাজ নেই, যে যার সে তার হয়েছে ভুল চুক মিটে গেছে। এখন এস সকলে আমোদ আহ্লাদ করা যাক্।

(পুরমহিলাগণের প্রবেশ)

গীত।

মানে মানে আজ রইলো সবার মান।
ভুল চুকলো গোল মিটলো ঠাণ্ডা হলো প্রাণ॥
অন্ধকারে ঘুচ্ছিলো সবাই,
কে কার নিজের নিজস্ব ঠিক বুঝছিলোনা তাই;
প্রাণের টানে যে যার, সে তার ঠিক পেলে সন্ধান।
বাহবা প্রেমের আলোক ছটা, বাহবা প্রাণের টান॥

যবনিকাপতন।

প্রাণের টান।

৯ই পৌষ বড়দিন, সন ১৩১৮ সাল, কোহিনুর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার রায়।

এডভারটাইজিং ম্যানেজার	শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ রায়।
শিক্ষক	শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মিঃ পালিত। (Amateur)
নৃত্য শিক্ষক	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
ঐ সহকারী	শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ। (ভেলুবাবু)
রঙ্গভূমি সজ্জাকর	শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ সুর। শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার রায় (সহকারী)
হারমোনিয়মবাদক	শ্রীযুক্ত তারাপদ রায়।
বংশীবাদক	শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঘোষ।
বেহালা বাদক	শ্রীযুক্ত হরিচরণ দাস।

প্রথম অভিনয় রজনীর পাত্র পাত্রীগণ।

বিপ্রপ্রিয়	...	শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
বিনায়ক	...	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায়।
দিবাকর	...	মিঃ পালিত (Amateur)
লম্বোদর	...	শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।
শশাঙ্ক	...	শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
কৃশাঙ্গ	...	শ্রীযুক্ত কালীপদ দাস।
আচার্য্য	...	শ্রীযুক্ত অটলবিহারী দাস।
মোহিতা	...	শ্রীমতী চারুবালা দাসী।
মোহন	...	শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী। (হাঁদী)
বিকলা	...	শ্রীমতী কুসুম কুমারী দাসী।
প্রসাদিনী	...	শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী (বুঁচী)।

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত নূতন গ্রন্থ।